নিউ ইয়র্ক টাইমস বেস্টসেলার

টুয়েসডেস উইথ মোরি

মিশেল ডেভিড অ্যালবম

অনুবাদ : মোস্তফা আরিফ

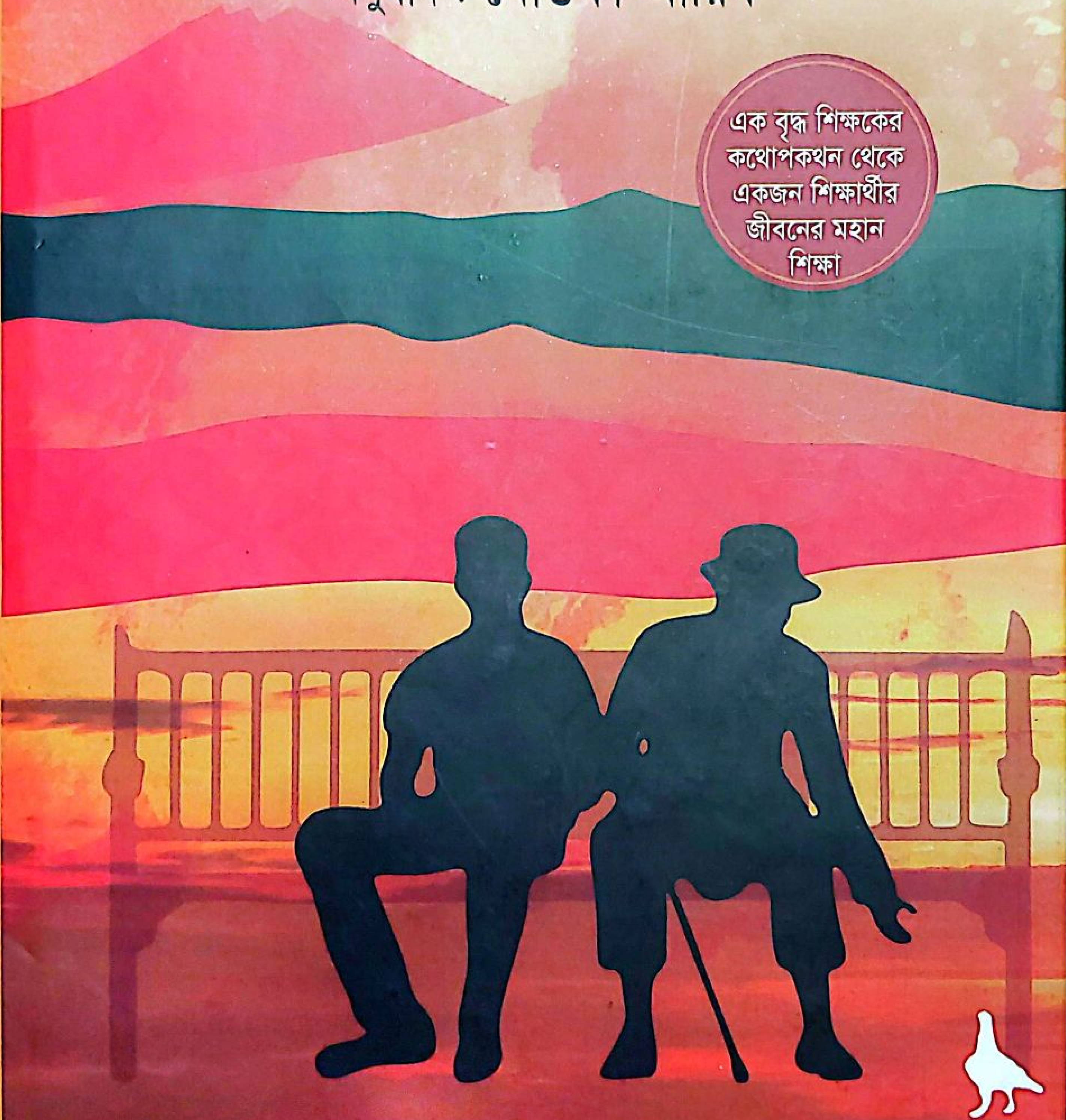

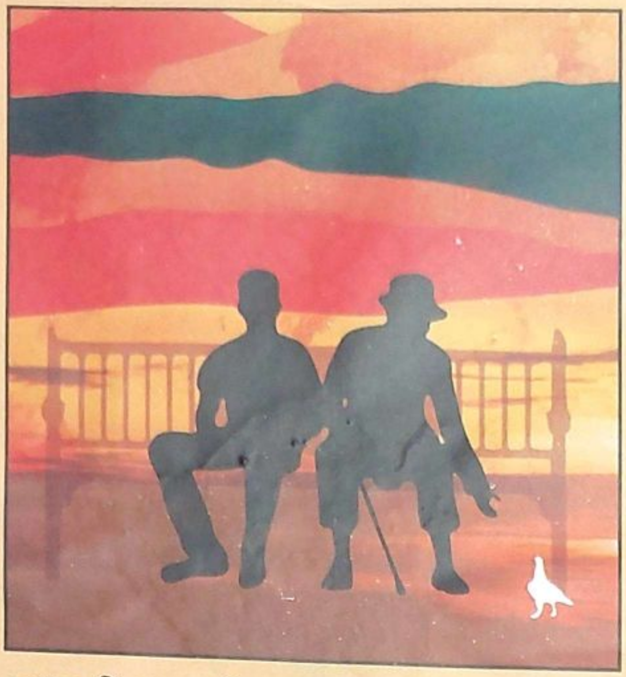

লেখক মিশেল ডেভিড অ্যালবম যুক্তরাষ্ট্রের একজন, সাহিত্যিক, চিত্রনাট্যকার, সাংবাদিক, রেডিয়ো, টেলিভিশনের ধারাভাষ্যকার এবং সুরকার। তাঁর টুয়েসডেস উইথ মোরি বইটিতে জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে যে মনোজগতের ক্রিয়াকলাপ সংঘটিত হয়ে থাকে, সেটাই নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর শিক্ষক মোরি সয়ার্জ যখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ছিলেন তখন তিনি প্রতি মঙ্গলবার ওনার সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। শিক্ষকের সাথে তার গভীর সম্পর্ক ছিল। তার জীবনের আদর্শ ছিলেন মোরি সয়ার্জ।

১৯৫৮ সালের ২৩ মে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সিতে ইহুদি পরিবারে মিশেল ডেভিড অ্যালবমের জন্ম। বাবা-মা তাকে ছোটবেলা থেকেই এই শিক্ষা দিয়েছিলেন– 'জীবন অনেক বড়, কখনো হতাশ হয়ো না। পৃথিবী অনেক বড়, জগত সংসার ঘুরে দেখ, জ্ঞানার্জন করো।' এই শিক্ষা জীবনের প্রতিটি স্তরে কাজে লাগিয়েছেন। শিক্ষা জীবন শেষ করেই তিনি পেশা হিসেবে সাংবাদিকতা বেছে নিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রের এই লেখক মনস্তাত্ত্বিক জগত কীভাবে কাজ করে সেই সংক্রান্ত বই লিখে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। অপেরা উইনফ্রে শোতে এই বইটি প্রচার হওয়ার পর মাত্র ছয় মাসের মধ্যে এক নম্বর তালিকায় চলে আসে। এ পর্যন্ত ১ কোটি ৪০ লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে এবং অনুবাদ হয়েছে ৪৫টি ভাষায়।

নিউ ইয়র্ক টাইমস বেস্টসেলার

টুয়েসডেস উইথ মোরি

এক বৃদ্ধ শিক্ষকের কথোপকথন থেকে
একজন শিক্ষার্থীর জীবনের মহান শিক্ষা

মূল
মিশেল ডেভিড অ্যালবম

ভাষান্তর
মোস্তফা আরিফ

ঝিনুক প্রকাশনী

সূচীপত্র

অধ্যায়-১ : পাঠ্যক্রম # ১৭
- পাঠ্যক্রমের রূপরেখা # ১৯
- ছাত্র-ছাত্রী # ২৭
- শ্রবণ ও দর্শন # ৩১
- দর্শন ও মতবাদ # ৩২
- পরিস্থিতি পর্যালোচনা # ৩৭
- শ্রেণিকক্ষ # ৪১
- উপস্থিতি # ৪৮

অধ্যায়-২ : প্রথম মঙ্গলবার # ৫৩
- বিশ্ব পরিস্থিতি # ৫৩

অধ্যায়-৩ : দ্বিতীয় মঙ্গলবার # ৬০
- দুঃখ অনুভব # ৬০

অধ্যায়-৪ : তৃতীয় মঙ্গলবার # ৬৬
- দুঃখ প্রকাশ # ৬৬
- শ্রবণ ও দর্শন # ৭১
- অধ্যাপক # ৭৫

অধ্যায়-৫ : চতুর্থ মঙ্গলবার # ৮০
- প্রসঙ্গঃ মৃত্যু # ৮০

অধ্যায়-৬ : পঞ্চম মঙ্গলবার # ৮৯
- পরিবার # ৮৯

অধ্যায়-৭ : ষষ্ঠ মঙ্গলবার # ৯৮
- আবেগ # ৯৮
- অধ্যাপক # ১০৫

অধ্যায়-৮ : সপ্তম মঙ্গলবার # ১১১
- পরিপূর্ণতা # ১১১

অধ্যায়-৯ : অষ্টম মঙ্গলবার # ১১৮
- অর্থ-সম্পদ # ১১৮

অধ্যায়-১০ : নবম মঙ্গলবার # ১২৪
- প্রেম-ভালোবাসা # ১২৪

অধ্যায়-১১ : দশম মঙ্গলবার # ১৩৫
- বিবাহ # ১৩৫

অধ্যায়-১২ : একাদশ মঙ্গলবার # ১৪৩
- সংস্কৃতি # ১৪৩
- শ্রবণ ও দর্শন # ১৪৯

অধ্যায়-১৩ : দ্বাদশ মঙ্গলবার # ১৫৩
- ক্ষমা প্রদর্শন # ১৫৩

অধ্যায়-১৪ : ত্রয়োদশ মঙ্গলবার # ১৫৯
- সঠিক সময় # ১৫৯

অধ্যায়-১৫ : চতুর্দশ মঙ্গলবার # ১৬৭
- বিদায় # ১৬৭
- ক্রমবিন্যাস # ১৭২
- উপসংহার # ১৭৪

অধ্যায়-১

পাঠ্যক্রম

জীবনের অন্তিম মুহূর্তে শিক্ষক মোরি সয়ার্জ আমাকে (লেখক মিশেল ডেভিডকে) বুঝিয়েছেন। বিশেষ করে তাঁর বাসায় বসেই চলার পথে ভুল ত্রুটি শুধরে দিয়েছেন। সপ্তাহে একদিন তাঁর কাছে ক্লাস করেছি। বাসার পরিবেশটা খুবই চমৎকার। পড়ার টেবিল, প্রচুর বইপত্র, ডান পাশে ছোট একটা বিছানা। অসুস্থ অবস্থায় তিনি অর্ধশায়িত অবস্থায় আমাকে জ্ঞান দান করেছেন।

ছোট্ট ঘরে গোলাপ ফুলের সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম বাড়ির চারপাশে গোলাপের বাগান।

সিদ্ধান্ত হলো প্রতি মঙ্গলবার শিক্ষকের সাথে তাঁর বাসায় ক্লাস করব। সেখানেই জ্ঞানদান করবেন তিনি। সকালের নাস্তার পরই শুরু হলো আমার ক্লাসপর্ব। প্রথম দিনেই বিষয়বস্তু ছিল—জীবনের অর্থ।

অভিজ্ঞতার আলোকে এই শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। কোনো পাঠ্য বইতে জীবনের অর্থ বুঝা সম্ভব নয়।

জীবনের অর্থ বোঝার জন্য কোনো ধাপ বা মাত্রার উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু প্রতি সপ্তাহে মৌখিক পরীক্ষা নিতেন শিক্ষক। যে প্রশ্ন করা হতো তাতে ধারণা করা হতো যেন ইতিবাচক সাড়া দিতে পারি এবং নিজের মতো করেই যেন উত্তর সাজাই।

এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য যখন তখন শারীরিক অভিব্যাপ্তি প্রকাশ করতে কোনো সমস্যা নেই। যেমন ধরা যাক, শিক্ষক হেলান দিয়ে শুয়ে থাকলে তার মাথার কাছে বালিশটাকে আরো গুছিয়ে দেয়া যেতে পারে, তার পানির গ্লাস এগিয়ে দেয়া যেতে পারে, তাকে পানি পান করানো যেতে পারে, কপালে চুমু দেয়া যেতে পারে, অত্যন্ত নম্রতার সাথে বিদায় বলা যেতে পারে, আর এসব কিছু করে আশাতীত ভালোবাসা ও স্নেহ অর্জন করা যেতে পারে।

জীবনের অর্থ জানার জন্য নির্দিষ্ট কোনো বইয়ের প্রয়োজন নেই। যদিও বহু বিষয় আলোচনা করা যেতে পারে। যেমন প্রেম, ভালোবাসা, নিজের কাজকর্ম,

সম্প্রদায়, পরিবার, জীবনের পরিপূর্ণতা, দয়া ও করুণা এবং সবশেষে মৃত্যু। শিক্ষকের শেষ আলোচনা কয়েকটা শব্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আলোচনা ক্রমবিন্যাস হতে পারত কিন্তু অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য তা আর হতে পারেনি। চির বিদায় নিলেন শিক্ষক।

শিক্ষক মোরি সয়ার্জ আমার কোনো চূড়ান্ত পরীক্ষা নেননি। যে শিক্ষা তিনি দিয়েছিলেন সে অনুযায়ী একটা বিশাল নোট পেপার তৈরি করেছিলাম। যা কিছু শিখেছি, সেটাই উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি মাত্র। আমার শিক্ষকের জীবনে যে শেষ ক্লাস তিনি নিয়েছেন, সেখানে একজন ছাত্র ছিল। আমিই ছিলাম সেই ছাত্র।

১৯৭৯ সালের বসন্তের একেবারে শেষ প্রান্তে একদিন বিকালে আমরা কয়েক জন বন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে কাঠের চেয়ারে বসে গল্প-গুজব করছিলাম। ম্যাসাচুটসের ওয়ালথাম নগরীতে ব্রান্ডিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক সম্পন্ন হয়েছে। হলরুমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ সকাল থেকেই বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তাদের এই লম্বা ভাষণ শুনতে শুনতে শিক্ষার্থীরা ক্লান্তবোধ করছিল।

সবার পরনে নীল কোট। খুব গর্ব হচ্ছিল, স্নাতক শেষ করেছি। নিজেকে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার সুবর্ণ সুযোগ পেলাম। সমাপনী অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার সাথে সাথে, আমরা টুপিগুলো শূন্যে ছুঁড়ে দিলাম। শিক্ষার্থীরা যেন কিছু সময়ের জন্য ছোট বাচ্চা হয়ে গেল।

কিছু সময় বন্ধু-বান্ধবের সাথে আনন্দে গাঁ ভাসিয়ে দিলাম। তারপর বাবা-মাকে প্রিয় অধ্যাপক মোরি সয়ার্জের সাথে পরিচয় করে দিলাম। ছোটখাটো এই মানুষটি তড়িঘড়ি করে কোনো সিদ্ধান্ত নেন না; ধীরে সুস্থে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন; তাঁর চলাফেরা দেখে মনে হতে পারে, যেকোনো প্রবল বেগে ঝড় এসে তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে, আর তিনি যেন মেঘের মধ্যে ভেসে বেড়াবেন।

সমাবর্তনের দিন মোরি সয়ার্জকে দেখে মনে হচ্ছিল, সর্বশক্তিমান কোনো ওহি প্রচারককে পার্থিব জগতে পাঠিয়েছেন। তাঁর নীলাভ চোখ, পাতলা চুল, লম্বা কান, ত্রিভুজাকৃতির নাক, ধূসর ভুরু, সব কিছু মিলিয়ে পবিত্রতার প্রতিক মনে হচ্ছিল। যদিও তাঁর দাঁত ফোকলা হয়ে গেছে এবং নিচের অংশে নকল দাঁত বসানো হয়েছে। হাসলে সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠে। তার এই ফোকলা দাঁত দেখে মনে হতে পারে কেউ হয়তো ফুঁটো করে দিয়েছে—তাঁর হাসি দেখে মনে হতে পারে কৌতুক করছেন।

আমার বাবা-মাকে বললেন, তিনি যা শিখিয়েছেন তা ভালোভাবে রপ্ত করতে পেরেছি। তিনি আরো বললেন, "এখানে যত শিক্ষার্থী আছে তার মধ্যে তুমি অন্যরকম মেধাবী। তোমার বিশেষত্ব তোমাকে সেরা করে গড়ে তুলেছে।"

শিক্ষকের কথা শুনে খুব লজ্জা লাগছিল, মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। চলে যাওয়ার সময় আমার অধ্যাপকের সাথে হ্যান্ডশেক করলাম। তাঁর সামনে একটা ছোট ব্রিফকেস ছিল, সেটা পায়ের সামনে রেখেছিলেন। অধ্যাপকের জন্য শপিং মল থেকে হালকা কিছু উপহার কিনেছিলাম, সেটা তাঁর হাতে দিলাম। আমি কোনোদিন তাঁকে ভুলতে পারব না, আর আমি এটাও প্রত্যাশা করি না যে, তিনি আমাকে ভুলে যাক।

"মিশেল, তুমি সত্যি আর সবার থেকে আলাদা," বললেন অধ্যাপক মোরি সয়ার্জ। ব্রিফকেসটা দেখে আমাকে প্রশংসা করলেন। তারপর আর কোনো কথা না বলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর চোখ থেকে অশ্রু ঝড়ে পড়ল। কিছু সময়ের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেলাম। সব ভাষা হারিয়ে ফেললাম। তাঁর হাত দুটো আমার পিঠে জড়িয়ে রয়েছে। আমি তাঁর থেকে বেশ লম্বা, তিনি যখন আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, তখন মনে হচ্ছিল, আমি অভিবাবক আর তিনি ছোট শিশু। তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, "তোমার সাথে যোগাযোগ হবে কি?"

কোনো ধরনের ইতস্তত মনোভাব পোষণ না করেই বললাম, "অবশ্যই।"

তিনি আমার বাহু ছেড়ে দিলেন। আস্তে আস্তে হেঁটে চলে যাচ্ছিলেন, দেখলাম তিনি কাঁদছেন।

পাঠ্যক্রমের রূপরেখা

১৯৯৪ সালের গ্রীষ্মে অধ্যাপক মোরি সয়ার্জ তাঁর অন্তিম মুহূর্তের কথা জানতে পেরেছিলেন। মৃত্যু কত কাছে, সেদিন তিনি খুব কেঁদেছিলেন। মোরি অনেক দিন আগে থেকেই অনুভব করছিলেন, দিন ফুরিয়ে আসছে। বাস্তব জীবনে হাসিখুশি মানুষ ছিলেন তিনি। সময় সুযোগ পেলেই নাচ গানে মেতে থাকতেন। যেদিন মৃত্যুর খবর জানতে পারলেন সেদিন সব কিছু ছেড়ে দিয়ে চুপ করে বাসায় বসে ছিলেন।

আমার প্রিয় শিক্ষক মোরি নাচ গান করতে পছন্দ করতেন। কোনো ধরনের গান বাজানো হচ্ছে, সেটা তাঁর কাছে মুখ্য বিষয় ছিল না। রক অ্যান্ড রোল, বিগ ব্যান্ড বা দ্য ব্লুজ যে ব্যোন্ডের গান হোক না কেন, সেটা কোনো ব্যাপার নয়, সব ধরনের গান তিনি পছন্দ করতেন।